সংবাদ

তারিখ 08 FEB 2014
পৃঃ ২০ কলাম ২

কলাপাড়া জালাল উদ্দিন কলেজ

অনুপস্থিত থেকে ১৩ বছর ধরে বেতন তুলছেন অধ্যক্ষ ও তার স্ত্রী

প্রতিনিধি, কলাপাড়া

স্বামী কলেজ অধ্যক্ষ তাই চাকরির ১৩ বছর কলেজে অনুপস্থিত থেকেই বেতন-ভাতা উত্তোলন করছে কলাপাড়ার আলহাজ জালাল উদ্দিন কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ফাতেমা বেগম। একইভাবে কলেজ অধ্যক্ষ মো. মহিবুবুর রহমানও কলেজে ক্লাস এবং তার দায়িত্ব পালন না করে বেতন তুলছেন। ২০০১ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই তারা কলেজে অনুপস্থিত।

অভিযোগে জানা যায়, কলেজ অধ্যক্ষ মো. মহিবুবুর রহমান ও তার স্ত্রী একই কলেজের সমাজবিজ্ঞানের প্রভাষক ফাতেমা বেগম ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা। এ কারণে তারা বছরের অধিকাংশ সময়ই কোন ছুটি ছাড়াই কলেজে অনুপস্থিত থাকছেন। বছরের একদিন কলেজে এসে সারা বছরের উপস্থিতির প্রমাণ হিসেবে রেজিস্ট্রার খাতায় স্বাক্ষর করে যান। মূলত তাদের অনুপস্থিতির কারণে কলেজে প্রশাসনিক চেইন অফ কমান্ড নেই বললেই চলে। ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভারপ্রাপ্ত কলেজের পদ না থাকলেও একজন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বানিয়ে কলেজের প্রশাসনিক কাজ করাচ্ছেন অন্য প্রভাষকদের দিয়ে। অভিযোগ রয়েছে তারা কলেজে দায়িত্ব পালন না করলেও কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তোলনকৃত বেতনসহ ফরম পূরণের অন্যান্য টাকা ঠিকই তারা নিয়ে যাচ্ছেন। যার ভাগ পাচ্ছে না কলেজের অন্য প্রভাষকরা। কলেজে গিয়ে জানাযায়, ২০১০ সালের ১ মে কলেজটি এমপিওভুক্ত হয়। সেই হিসাবে কলেজ অধ্যক্ষ প্রায় সাড়ে ৮ লাখ টাকা ও প্রভাষক ফাতেমা বেগম সাড়ে চার লাখ টাকা বেতন উত্তোলন করেছেন কোন ক্লাস না করেই। একইভাবে ভোগ করছেন সরকারি মহার্ঘ ভাতাসহ সব বোনাস।

এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ মো. মহিবুবুর রহমান জানান, তারা ক্লাস করেন না এটা ঠিক না। তারা নিজেরা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর অধ্যক্ষের ক্লাস করতেই হবে এমন কোন নিয়ম নেই। তবে তার স্ত্রী ফাতেমা বেগম কেন ক্লাস না করে বিল উত্তোলন করছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে জানান, আপনাকে পরে ফোন করে বিস্তারিত জানানো হবে বলে ফোনের লাইন কেটে দেন। প্রভাষক ফাতেমা বেগমের মোবাইল বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য নেয়া যায়নি।